

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

267730 - মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি কি শরয়ি দায়িত্বাধীন (মুকাল্লাফ)

প্রশ্ন

আমি flat effect নামক এক রোগে ভুগছি। এটি এমন এক রোগ যার ফলে আমি ভালোবাসা, ঘৃণা, রাগ, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি মানবিক অনুভূতগুলো অনুভব করিনি। এগুলো ছাড়া অন্য অনুভূতগুলোও আমি অনুভব করিনি। যদি কখনও অনুভব করি সটো একবোরে কদাচিৎ ও স্বপ্ন সময়ের জন্য। এমনকি আমি আমার পতিমাতার প্রতিও কোন অনুভূতি অনুভব করিনি। ১৫ বছর বয়স থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমার এ অবস্থা। আমার এ রোগের কোন চিকিৎসা নাই। আজীবন আমার এ অবস্থা চলমান থাকবে। আমার প্রশ্ন হলো: শরয়িত অনুযায়ী আমি কি মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বাধীন); নাকি নয়? আমার উপর কি নামায, রোযা ও যাকাত ফরয?

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও আপনাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দনি। জনে রাখুন, সৃষ্টি প্রতিক্রিয়া বা যটোকো বজিঞানরে ভাষায় flat affect বলা হয় এটি নিজি কোন রোগ নয়; বরং একটি উপসর্গ।

এই উপসর্গ প্রকাশের ক্ষেত্রেটি প্রশস্ত। এর প্রকাশ personality disorders (ব্যক্তিত্ব বিষয়ক ব্যাধি) এর মাধ্যমে শুরু হয়ে psychotic disorders (মানসিক ব্যাধি) পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে psychotic disorders হয় দূরারোগ্য।

কিন্তু দীর্ঘময়াদি চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের অধিকাংশ উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর; বিশেষতঃ মতভিন্ন ও শ্রাবণ হ্যালোসিনেশন এর মত positive symptoms (ইতিবাচক উপসর্গগুলো)-কে।

সাধারণ নীতি হচ্ছে personality disorders কিংবা psychotic disorders গ্রস্ত ব্যক্তি: যতটুকুর বোধ ও বিবিকে রাখনে ততটুকুর ক্ষেত্রে তনি মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কেননা শরয়্যাদায়ত্বিবারোপে ও নরিদশে আরোপতি হওয়ার সম্পর্ক ববিকেরে সাথে; অনুভূতির সাথে নয়। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তনি ব্যক্তি থেকে কলম তুলে নয়ো হয়ছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না সো না জাগে, নাবালগ যতক্ষণ পর্যন্ত না যুবক না হয় এবং জ্ঞানহারা ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না সো জ্ঞান ফরিতে পায়”। [সুনানে তরিমযি (১৪২৩), আলবানী ‘সহহিত তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

সুতরাং ব্যক্তি যদি জ্ঞানবান হয় এবং নরিদশে মরুম বুঝার শক্তিসম্পন্ন হয় তাহলে সো মুকাল্লাফ (শরয়্যাদায়ত্বিবারোপ); এমনকি সো যদি মানসকি রোগী হয় তবুও; এমনকি সো যদি তার অনুভূতগুলো হারিয়ে ফলে তবুও কথিবা কিছু অনুভূতি হারিয়ে ফলে তবুও।

তাই যো ব্যক্তির রোগের অবস্থা হল অনুভূতগুলো হারিয়ে ফলো: তাকে অনুভূতি সম্বন্ধীয় যো দায়ত্ব আল্লাহ আরোপ করছেন সগেলো থেকে সো অব্যাহতি পাবে তার অক্ষমতার কারণে। যমেন- পতিমাতাকে ভালোবাসা, তাদরে আনুগত্য করা কথিবা কাফেরদেরকে ও অন্যায় কাজকে ঘৃণা করা।

আর এই মানসকি ব্যাধির কারণে যদি রোগীর জ্ঞান ও ববিকে লোপ না পায়: তাহলে নামায়-রোযো পালন করা তার উপর আবশ্যিক। যহেতে সো এখন পর্যন্ত মুকাল্লাফ (শরয়্যাদায়ত্বিবারোপ)।

আর যদি কিছু সময় সো পাগল (জ্ঞানহারা) হয়ে যায় এবং কিছু সময়ে জ্ঞান ফরিতে পায়: তাহলে সো জ্ঞান হারানোর সময় ওজরগ্রস্ত (ক্ষমাপ্রাপ্ত)। আবার যখন জ্ঞান ফরিতে পায় তখন তার ওজর দূর হয়ে গছে বধিয় উপস্থিতি সময়েরে নামায় আদায় করা তার উপর আবশ্যিক এবং জ্ঞান হারানোর সময় ছুটে যাওয়া নামায় কাযা পালন করা আবশ্যিক। যমেন delusions ও mania এর মত তীব্র মানসকি উপসর্গেরে দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় ঘটতে পারে।

আর জনে রাখুন হানাফি মাযহাব ছাড়া অবশিষ্ট মাযহাবগুলোর মতে নাবালগ, পাগল ও সাময়িকি জ্ঞানহারা ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয। এবং ফরয বলা এটি শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) এর অভিমত; যমেনটি আল-শারহুল মুমতী গ্রন্থে (৬/১৪) রয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।